গাংনীতে মসজিদ কমিটি নিয়ে এবার পাল্টা সংবাদ সম্মেলন করলেন সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ

গাংনী উপজেলার সাহারবাটী ইউনিয়নের হিজলবাড়ীয়া গ্রামের উত্তরপাড়া বায়তুল আমান জামে মসজিদের পদত্যাগি সাধারণ সম্পাদক শাহাবুল ইসলামের সংবাদ সম্মেলনের একদিন পর পাল্টা পাল্টা সংবাদ সম্মেলন করেছেন কমিটির সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষসহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

আজ বৃহস্পতিবার বিকালে হিজলবাড়িয়া গ্রামে এই সংবাদ সম্মেলন করেন তারা।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন মসজিদ কমিটির কোষাধ্যক্ষ সাজেদুর রহমান। এসময় আরও বক্তব্য রাখেন কমিটির সভাপতি হাজী তোফাজ্জল হোসেন।

মসজিদের মেয়াদ উত্তীর্ণ কমিটি নিয়ে দ্বন্দ্বের জের ধরে সদ্য পদত্যাগি সাধারণ সম্পাদক শাহাবুল ইসলামের সংবাদ সম্মেলনের একদিন পর তার বিরুদ্ধে দুর্নীতিসহ নানা অভিযোগ তুলে পাল্টা সংবাদ সম্মেলন করেন তারা।

লিখিত বক্তব্যে মসজিদ কমিটির কোষাধ্যক্ষ সাজেদুর রহমান বলেন, উত্তরপাড়া বায়তুল আমান জামে মসজিদে এই মহল্লার মানুষের পাশাপাশি হিন্দা গ্রামেরও কিছু মুসল্লী নামাজ আদায় করেন।

মসজিদের বিভিন্ন উন্নয়ন করতে এলাকার মানুষ সাহায্য সহযোগিতা করে আসছেন। মসজিদের জন্য আদায়কৃত সকল অর্থ সচ্ছতার সাথে আয় ব্যয়ের হিসাব নিকাশ রাখা হয়। আমি কোষাধ্যক্ষ হওয়ার পর সাধারণ সম্পাদক শাহাবুল ইসলাম মসজিদের অর্থ নয়- ছয় করতে পারেনি। তাই সে আমার বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় নানা ষড়যন্ত্র করে আসছেন। ইতোমধ্যে এই কমিটির সভাপতি হাজী তোফাজ্জল হোসেনের নেতৃত্বে স্বচ্ছতার সাথেসজিদটির বিভিন্ন উন্নয়ন করা হয়েছে। এসব উন্নয়নের খরচের পাকা ভাউচার সংরক্ষণ করা হয়েছে। সেইসি ভাউচারে সাধারণ সম্পাদক শাহাবুল ইসলামের স্বাক্ষর রয়েছে।

গত ২০১৭ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত মসজিদের আয় হয়েছে প্রায় ১ লাখ

৪৪ হাজার টাকা। খরচ খরচা বাদ দিয়ে বর্তমানে এক লাখ চার হাজার টাকা ব্যাংকে রাখা হয়েছে।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, সাধারণ সম্পাদকের নিকট আত্মীয় আলী হোসেনের জন্য মসজিদের টাকা ধার চেয়েছিলেন। মসজিদের টাকা তাকে ধার না দেওয়ায় আমার উপর ক্ষিপ্ত হন তিনি।

কোষাধ্যক্ষ আরও বলেন, মসজিদটি তাদের যায়গার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় কোনো ছোট খাটো সমস্যা নিয়ে গেটে তালা মেরে নামাজ বন্ধের হুমকি দিয়ে থাকেন তিনি।

গত ২৫ ফেব্রুয়ারি দিবাগত সবেবরাতের রাতে এশার নামাজ পড়া নিয়ে মুসল্লীদের মধ্যে বাকবিতন্ডায় এক পর্যায়ে সংঘর্ষ হয়। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ১০ জন আহত হন।

সংঘর্ষে উভয় পক্ষের লোকজন আহত হলেও শাহাবুল ইসলাম বাদি হয়ে মসজিদ কমিটির সভাপতি হাজী তোফাজ্জল হোসেন, কোষাধ্যক্ষ সাজেদুরসহ এলাকার অনেকের নামে মিথ্যা মামলা দায়ের করেন। এই সংঘর্ষের ঘটনায় আমাদের ও প্রতিপক্ষের একজন করে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

সংঘর্ষ চলাকালীন সময়ে আহতরা কার আঘাতে জখম হয়েছে এটা নির্নয় না করেই আমাদের লোকজনের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করেছেন। এই মিথ্যা ও বানোয়াট মামলাটি প্রত্যার করার আহবান জানান তিনি।

এছাড়াও শাহাবুল ইসলাম মসজিদ কমিটির সাধারণ সম্পাদক থাকায় মসজিদের টাকা আত্মসাত করেছেন।
আমি মসজিদ কমিটির ক্যাশিয়ার হিসাবে দীর্ঘ বছর নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছি। তারপরও শাহাবুল আমার নামে মিথ্যা প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। যা দু:খজনক।

সংবাদ সম্মেলনে মসজিদ কমিটির সদস্যসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি ও বিভিন্ন মিডিয়ার স্থানীয় সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, মসজিদে শবেবরাতের রাতে এশার নামাজ শেষে নামাজ পড়ানো ইমাম নিয়ে বিবাদমান দুটি পক্ষের মধ্যে সৃষ্ট সংঘর্ষে উভয় পক্ষের ১০ জন আহত হন। এদের মধ্যে বাদশা মিয়া নামের একজন মুসল্লী ঢাকা মেডিকেলে কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এঘটনায় উভয় পক্ষই

গাংনী থানায় অভিযোগ দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন।

কোটচাঁদপুরে হাজী সম্মেলন অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে উপজেলা হাজী সমিতির উদ্দ্যেগে ১৯তম হাজী সম্মেলন ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (২৪ ফেব্রয়ারী) স্থানীয় সরকারী পাইলট হাইস্কুল চত্ত্বরে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

এ হাজী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন হাজী সমিতির সভাপতি মোঃ গোলাম রসুল। হাজী সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোঃ আনুছুরজ্জামান মান্নুর সঞ্চলনায় এ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন,হাজী অধ্যক্ষ মহসীন আলী, প্রফেসর হাজী মোঃ ফয়জুর রহমান,হাফেজ মোঃ নুরুন্নবী আশেকী, হাজী মাওলনা শাহজাহান আলী, হাজী রেজাউল বিশ্বাস, দিগান্তবানী সম্পাদক আলহাজ মুহাঃ শাহজামান,আলহাজ্ব মোঃ অহেদ আলী প্রমূখ।

মেহেরপুরে হজরত মুহাম্মদ (স:) নিয়ে ফেসবুকে কটুক্তি; জেল হাজতে প্রেরণ

মেহেরপুরে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে কটুক্তি করে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেওয়া সাদ্দাম হোসেন ওরফে মিঠুন শাহ নামের এক যুবকের বিরুদ্ধে মেহেরপুর সদর থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলার পর পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

সকালের দিকে গ্রেফতারের পর আজ শনিবার (৩ ফেব্রুয়ারি) মিঠুন

শাহাকে আদালতে নেয়া হলে আদালতের বিজ্ঞ বিচারক তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সেখ কনি মিয়া এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, গতকাল শুক্রবার সদর উপজেলার চাঁদবিল গ্রামের মিঠুর ছেলে মিঠুন শাহা তার ফেসবুকে হজরত মুহাম্মদ (স:) কে নিয়ে কটুক্তি করে একটি স্ট্যাটাস দেয়। এ ঘটনায় চাঁদবিলের মানুষজনের মধ্যে চরম উত্তেজনা দেখা দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মিঠুন শাহকে আটক করে নিয়ে আসেন।

এ ঘটনায় চাঁদপুর গ্রামের একজন বাদি হয়ে মিঠুন শাহর নামে সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।

আজ শনিবার বিকালে তাকে আদালতে নেওয়া হলে মিঠুন শাহ আদালতে ১৪৪ ধারায় জবানবন্দী দেন। পরে আদালত তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

চুয়াডাঙ্গায় কোরআন শিক্ষা কার্যক্রমের উদ্বোধন

চুয়াডাঙ্গায় পুলিশ নারী কল্যাণ সমিতি (পুনাক) উদ্যোগে নারী ও শিশুদের জন্য কোরআন শিক্ষা কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। চুয়াডাঙ্গা পুলিশ নারী কল্যাণ সমিতি (পুনাক) কর্তৃক আয়োজিত পুনাক চুয়াডাঙ্গার অফিসকক্ষে শনিবার সকাল সাড়ে দশটার সময় পুলিশ নারী কল্যাণ সমিতি (পুনাক) চুয়াডাঙ্গার উদ্যোগে নারী ও শিশুদের জন্য কোরআন শিক্ষা কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন পুনাক সভানেত্রী মিসেস পুলিশ সুপার জান্নাতুল ফেরদৌস।

এ সময় তিনি বলেন, চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইন্স ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় নারী ও শিশুদের জন্য পবিত্র কোরআন শিক্ষা প্রদানের জন্য নারী শিক্ষক না থাকায় নারী ও শিশুরা দীর্ঘদিন ধরে কোরআন শিক্ষা থেকে

পিছিয়ে পড়ছে।

ফলে পিতা মাতার সঠিক তত্ত্বাবধান, নৈতিক সুশিক্ষা ও ধর্মীয় অনুশাসনের অভাবে সমাজে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটছে। জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ।

জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি আল-কুরআন শিক্ষা করাও প্রত্যেক মুসলমানের উপরে আল্লাহ ফরজ করে দিয়েছেন। সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে নারী ও শিশুদের জন্য কোরআন শিক্ষা কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে পুনাক চুয়াডাঙ্গার উদ্যোগে।

উল্লেখ্য পুলিশ লাইন্স জামে মসজিদে সকল বয়সী পুরুষদের মসজিদভিত্তিক কোরআন শিক্ষা কার্যক্রম চলমান আছে। এখন থেকে পুলিশ লাইন্স ও পার্শ্ববর্তী এলাকার নারী ও শিশুরা পুনাক চুয়াডাঙ্গার উদ্যোগে প্রতিদিন সকালে মহিলা শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত কোরআন শিক্ষার সুযোগ পাবে।

উক্ত শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পুনাক সভানেত্রী মিসেস পুলিশ সুপার জান্নাতুল ফেরদৌস, চুয়াডাঙ্গা পুনাকের সহ-সভাপতি মিসেস নাহিদা আক্তার, সাধারণ সম্পাদিকা মিসেস জোবায়দা আক্তার, কোষাধ্যক্ষ মিসেস সাবিনা ইয়াসমিন, সহকারী পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) জাকিয়া সুলতানা, চুয়াডাঙ্গা পুলিশ হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার হুমায়রা আক্তার সহ জেলা পুলিশের বিভিন্ন পদমর্যাদার অফিসার ফোর্সবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গায় যিশু খ্রিস্টের জন্মদিনে গীর্জা পরিদর্শন

চুয়াডাঙ্গায় যিশু খ্রিস্টের শুভ জন্মদিন ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় উৎসব শুভ বড়দিন উপলক্ষে আজ সোমবার এগারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার পদ্মবিলা ইউনিয়নের খেজুরা মিশন পাড়া সেন্ট জেমস চার্জ পরিদর্শন এবং খ্রিস্টান ধর্মাবলীদের সাথে মতবিনিময় ও শুভেচ্ছা বিনিময় করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক

ড. কিসিঞ্জার চাকমা ও চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান পিপিএম-সেবা।

এসময় খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের সাথে কুশল বিনিময় করেন এবং প্রতিটি গীর্জায় জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে পুলিশ সুপার কেক পৌঁছে দেন। বড়দিন উৎসবমুখর পরিবেশে পালনে সকল প্রকার আইনগত সহায়তা প্রদানের আশ্বাস প্রদান করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(অর্থ ও প্রশাসন) মোঃ রিয়াজুল ইসলাম, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(ক্রাইম অ্যান্ড অপস) মোঃ নাজিম উদ্দিন আল আজাদ পিপিএম-সেবা, ডিআইও-১ ডিএসবি আবু জিহাদ ফকরুল আলম খান, চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ সেকেন্দার আলী, চুয়াডাঙ্গা হিন্দু-বৈদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি ড. মার্টিন হিরোক চৌধুরীসহ গীর্জার পুরোহিত, পালক,সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকগণ।

মুজিবনগরে বড়দিন উপলক্ষে উৎসবের আমেজ

রাত পোহালেই ২৫ শে ডিসেম্বর খ্রীষ্টান সম্প্রাদায়ের সবচেয়ে বড় উৎসব শুভবড়দিন, এ দিন জেরুজালেম এর বেথেলহেমে মা মারিয়ার গর্ভে জন্ম নিয়ে ছিল যীশুখ্রিষ্ট।বড়দিন উপলক্ষে রংবেরং এর বর্ণিল সাজে সেজেছে মুজিবনগর এলাকার খ্রিষ্টান পল্লীগুলো, বিরাজ করছে উৎসবের আমেজ দুরদুরান্ত থেকে নাড়ির টানে এলাকায় ফিরছে খ্রিষ্টান সম্প্রাদায়ের মানুষ আশেপাশের অন্য সম্প্রাদায়ের মানুষের মাঝেও উৎসবের আমেজ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। খ্রিষ্টান পল্লীর পাড়ার মোড়ে মোড়ে যিশু খ্রিষ্ট বেথেলহেমের যে গোয়াল ঘরে জন্ম গ্রহন করেছিল তার আদলে তৈরি করা হয়েছে গোশালা।

আজ রবিবার দিবাগত রাত থেকে শুরু হবে মূল উৎসব। মুজিবনগর উপজেলায় সবচেয়ে বেশি খ্রিষ্টান সম্প্রাদায়ের লোক বাস করে বল্লভপুর ও ভবেরপাড়া গ্রামে।

অনুযায়ী স্বাস্হ্যবিধি মেনে খ্রিষ্টান সম্প্রাদায়ের মানুষ সতস্ফুর্ত ভাবে নিরাপত্তার মধ্যে যাতে বড়দিনের অনুষ্টান পালন করতে পারে প্রশাসনের পক্ষথেকে সবরকম ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে।

ডাঃ রমেশ ক্লিনিকে হরিজন সম্প্রদায়ের লোকদের ভাঙচুর

অস্ত্রোপচারের প্রায় দুই মাস পার হওয়ার পরও রোগী সুস্থ না হওয়াতে ভুল চিকিৎসার অভিযোগ এনে রমেশ ক্লিনিকে ভাঙচুর চালিয়েছে হরিজন সম্প্রদায়ের কয়েকজন। ক্লিনিকে হামলার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

একাধিক সূত্র থেকে জানা গেছে প্রায় দুই মাস আগে মেহেরপুর শহরের হালদারপাড়া নিবাসী এবং জেলা জজ আদালতে সুইপার পদে কর্মরত বিনোদের স্ত্রী জোসনা মেহেরপুর শহরের মল্লিকপাড়ায় ডাঃ রমেশ ক্লিনিকে পিত্তথলিতে অস্ত্রপচার করান। অস্ত্রপচার করেন ডাঃ মোস্তফা জাহিদ কামাল। ক্লিনিক থেকে ছাড়পত্র নিয়ে বাড়ি যাওয়ার কয়েকদিন পর জোসনার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। রোগীর স্বামী রোগীকে আবার রমেশ ক্লিনিকে নিয়ে আসলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা যায় জোসনার একটি নার্ভ ছিড়ে গেছে।

রোগী অসচ্ছল ও হরিজন সম্প্রদায়ের হওয়াতে এবং জেলা জজ আদালতের কর্মচারীদের অনুরোধে রমেশ ক্লিনিক কর্তৃপক্ষ তার চিকিৎসা দায়িত্ব নিয়ে উন্নত চিকিৎসার জন্য প্রথমে রাজশাহী ও পরে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেয়।

দীর্ঘদিন চিকিৎসা করানোর পরও তার অবস্থার কোন উন্নতি না হওয়াতে ভুল চিকিৎসার কারণে জোসনার অবস্থার অবনতি হয়েছে এমন অভিযোগ এনে কতিপয় ব্যক্তি বুধবার বিকালে ডাঃ রমেশ ক্লিনিকে ভাঙচুর চালালে, খবর পেয়ে মেহেরপুর সদর ফাড়ি পুলিশ এবং ডিবি সদস্যরা ঘটনা স্থলে উপস্থিত হয়ে উভয় পক্ষের সাথে কথা বলে। ক্লিনিক কর্তৃপক্ষ জোসনার আরো উন্নত চিকিৎসার দায়িত্ব নেওয়ার আশ্বাস দেয়ার পর বিষয়টির সাময়িক মীমাংসা হয়।

এ বিষয়ে রমেশ ক্লিনিকের ম্যানেজার শহিদুল ইসলাম বলেন, ‘অপারেশনের পর রোগী বাড়ি চলে যায়। পরে আবার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে রোগী অসচ্ছল হওয়াতে আমি তার উন্নত চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়ে। দুই মাস যাবৎ তার চিকিৎসা সকল খরচ আমি দিচ্ছি। এ পর্যন্ত আমার প্রায় দুই লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে তার চিকিৎসার বাবদ। রোগীর স্বামী রোগীর সাথে ঢাকায় আছে। আজকেও আমার সাথে তার কথা হয়েছে, টাকাও পাঠিয়েছি। কিন্তু হরিজন সম্প্রদায়ের কয়েকজন আজকে আমার ক্লিনিকে যে ভাঙচুর অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি করেছে সেটা সম্পূর্ণ অনাকাঙ্ক্ষিত।

মেহেরপুরের টুঙ্গিতে মসজিদ না ভাঙতে মন্ত্রণালয়ে গ্রামবাসীর আবেদন

মসজিদ ভেঙ্গে পুনঃনির্মাণের বিরোধিতা করে স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিবের কাছে আবেদন করেছে মেহেরপুর জেলার পিরোজপুর ইউনিয়নের টঙ্গী গ্রামের মধ্যপাড়া গ্রামের অধিবাসীরা।

আবেদনের অনুলিপি সূত্রে জানা গেছে, ১৯৫৬ সালে মধ্যপাড়া গ্রামের মসজিদটি নির্মাণ করা হয়। মসজিদটি নির্মাণের ক্ষেত্রে গ্রামের অনেকের অবদান রয়েছে। সম্প্রতি (২/৩ বছর আগে) মসজিদটির সংস্কার করে দ্বিতীয় তলা পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়।

এখনো এই মসজিদের উন্নয়ন কাজ চলমান আছে যেমন, মসজিদের প্রাচীর নির্মাণ, সিঁড়ি ঘর নির্মাণ, গেট নির্মাণ ও ইমাম সাহেবের ঘর নির্মাণ ইত্যাদি। এসব কাজ শেষ করতে আরো সহযোগিতা প্রয়োজন। কিন্তু মসজিদের নির্মাণের বাকি অংশের কাজের উন্নয়নের সহযোগিতা না করে একটি মহল পুরো মসজিদটি ভেঙে পুনরায় নির্মাণের জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। যা রাষ্ট্রীয় অর্থ অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয় বলে ভাবছে অভিযোগকারীর।

একটি মহল মুসলমানদের পবিত্র স্থান মসজিদের মত একটি স্পর্শকাতর

বিষয় নিয়ে গ্রামের পরিবেশ নষ্ট করতে চায় বলেও আবেদনকারীরা সচিব বরাবর তাদের আবেদনে অভিযোগ করেছেন।

সরজমিনে পিরোজপুর মধ্যপাড়া মসজিদ সন্নিকটস্থ এলাকায় যে দেখা যায় পুরাতন মসজিদটি ভেঙে নতুন মসজিদ তৈরি নিয়ে পক্ষ ও বিপক্ষে ভিন্ন মতাবলম্বী লোক রয়েছে।

মসজিদ কমিটির সেক্রেটারি মারফুল হোসেন বলেন, ‘সকলে সিদ্ধান্ত নিলেও রাজনৈতিক ভিন্ন মতাদর্শের ২-৩ জন যারা বিএনপি ও জামাতের রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট তারা মসজিদ পুনঃনির্মাণের বিরোধিতা করছে।’

মসজিদ কোন নির্মাণে বিরুদ্ধে কারীদের একজন লিটন। তিনি বলেন,’ মাত্র দুই বছর আগে মসজিদটি দোতলা করা হয়েছে। আপনারা একটু দোতলায় গিয়ে দেখেন টাইলস লাগানো সহ কাজ করা হয়েছে। এখন মসজিদ ভেঙে পুনর্র্নিমাণ করতে গেলে আমরা সেটা কোনভাবে মেনে নেব না। ব্যাপারটি আমরা আমাদের ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাসকে জানিয়েছি।

মসজিদের ইমামকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, ‘মসজিদ পুনঃনির্মাণের ব্যাপারে গ্রামে যেহেতু দুইটি গ্রুপের বিভক্তি হয়েছে তাই আমি এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য করব না।

জাদুখালী স্কুল এন্ড কলেজের প্রাক্তন শিক্ষক আশরাফুল হক বলেন, ‘আমি ৫৩ বছর ধরে মসজিদের সভাপতি ছিলাম। তাহাজ উদ্দিন নামে একজন কিছুদিন মসজিদটির সভাপতি ছিলেন সে সময় অনুমোদন এবং কোন প্রকৌশলীর পরামর্শ ছাড়াই মসজিদটি দোতলা করা হয়েছিল।

সহিংসতা পরিহার করে শান্তির ধর্ম ইসলামের পথে আসার আহ্বান

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [

ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় করেছি। ইমাম-মুয়াজ্জিনদের জন্য ইমাম-মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করেছি। ওলামারা বিপদে পড়লে সহযোগিতা নিতে পারে। যাকাত তহবিল প্রণয়ন আইন করেছি।

এর আগে ষষ্ঠ পর্যায়ে ৫০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অনুষ্ঠানে সৌদি আরবের মসজিদ-ই-নববীর ইমাম শায়খ ড. আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান আল বুয়াইজান উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে শেষ হয়েছে দুর্গাপূজা

ঢাকের বাদ্য আর আবীর খেলার মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে বিসর্জন হয়েছে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা। মহালয়ার মধ্য দিয়ে মণ্ডপে মণ্ডপে এই পূজার উৎসব শুরু হয়েছিল।

মঙ্গলবার (২৪ অক্টোবর) সকালে বিজয়ী দশমীতে বিহিত পূজা ও দর্পণ বিসর্জনে সমাপ্তি হলো দুর্গাপূজার। বিকেল থেকে শুরু হয় প্রতিমা বিসর্জন। প্রতিমা বিসর্জনকে কেন্দ্র করে যেন কোনো বিশৃঙ্খলা বা দুর্ঘটনা না ঘটে, সে জন্য যথাযথ ব্যবস্থা ছিলো মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও পুলিশ।

তবে প্রতিমা বিসর্জন কালে ভৈরব নদে কচুরিপানা নিয়ে সনাতন ধর্মাবলীদের মধ্যে কিছুটা চাপা অসন্তোষ লক্ষ্য করা যায়।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর শহরের শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির, নায়েববাড়ি মন্দির, হরিসভা মন্দির,বকুলতলা পূজা মন্দির, হরিজন বালক পূজা মন্দির, সদর উপজেলার গোভীপুর বায়পাড়া দূর্গা মন্ডপ, গোভীপুর দাসপাড়া দূর্গা পূজা,বামনপাড়া সর্বজনীন কালী মন্দির, পিরোজপুর দূর্গা মন্দির, পিরোজপুর কালীমাতা দাসপাড়া মন্দির,মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর সার্বজনীন দূর্গা মন্দির,

বাবুপুর সার্বজনীন দূর্গা মন্দির, কোমরপুর সার্বজনীন দূর্গা মন্দির, মোনাখালী পূজা মন্ডপ, রতনপুর দাসপাড়া পূজা মন্ডপ, বল্লভপুর পূজা মন্ডপ, এবং দারিয়াপুর পূজা মন্ডপ মেহেরপুর ভৈরব নদে বিসর্জন দেয়া হয়। এছাড়াও গাংনীতে কাজলা নদে বিভিন্ন মন্ডলের প্রতিমা বিসর্জন করা হয়।

উল্লেখ্য এই বছর মেহেরপুর জেলায় মোট ৪৩ টি মন্ডপে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলায় ১৪ টি, গাংনীতপ ২২ টি এবং মুজিবনগর উপজেলায় ৭ টি মণ্ডপ ছিল। কোনরকম বিশৃঙ্খলা ছাড়াই শান্তিপূর্ণ পরিবেশে দুর্গাপূজার সম্পন্ন হওয়ায় মেহেরপুর জেলা পূজা উদযাপন কমিটির পক্ষ থেকে জেলা বাসি ও জেলা প্রশাসন সহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি কত জ্ঞাপন করেছে।